Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-II, January2022, Page No. 46-54
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রাজবংশী ও সংস্কৃত ভাষার সর্বনামের একটি পর্যালোচনা

Tara Gupta

Research Scholar, Department of Sanskrit, Raiganj University, West Bengal

Abstract

Language is an important medium to express the feelings of human mind and that of exchanging feelings too. To reveal the elevated thoughts and feelings language is essential. So, there is a very close affinity and between thought. Actually every language is phonetic expression of thought. Meaningful words constitute sentence and sentences culminate into a language have admitted that sentence is an important/significant unit of language The study which reveals the spirit of a language and implement it is the reading, writing as well as in its proper form of discourse, is known as the basic grammar 'Pronoun' is one of the important ingredients of The language. part of speech that is placed instead of noun is known as 'pronoun'. The pronoun is used widely both in Sanskrit and Rajbanshi Language. There are lots of similarities and anomalies between them. In Rajbanshi language there is no room for plural forms, where as Sanskrit has permitted it. To refer collective pronoun, both language use the term 'Sarvo'. In Rajbanshi 'I' becomes 'Mui' and same in Sanskrit is 'Asmad'. Thus there are many varieties in both languages regarding the use of 'pronoun'. In this study, I have tried to find out the similarities and dissimilarities of pronoun in these two languages.

Keywords: Feelings, Affinity, Sarvo, Mui, Asmad

> "from time immemorial, the animal of folk-lore have had human characteristics thrust upon them, including always the power of speech. But the cold facts are that man is the only living species with this power.... The appearance of language in the Universe - at least on our planet - is thus exactly as he cent as the appearance of man himself."[১]

মানুষের মনের ভাব প্রকাশের বা ভাব বিনিময়ের অন্যতম মাধ্যম হলো ভাষা। ভাষা শব্দের প্রয়োগ বিভিন্ন অর্থে করা হয়। ভাদিগণের 'ভাষ্ ব্যক্তায়াং বাচি - ধাতু থেকে এই শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ ভাষ্যতে ব্যক্তবাগ্রপেন অভিব্যজ্যতে ইতি ভাষা। সদসদ্ধোধয়িত্রী ভাষার জ্যোতি মানব হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের বিকাশ করে। ভাষা দ্বারা সবিকল্পক জ্ঞান হয় না। ভাষা অভাব ও বস্তুর জ্ঞান বাড়াতে পারে। ভাষাবিজ্ঞানী আচার্য ভর্তৃহরি বলেছেন—

"বাগ্রূপতা চেন্নিষ্ক্রামেদববোধস্য শাশ্বতী।

ন প্রকাশঃ প্রকাশেত সা হি প্রত্যবমর্শিনী।।"[২]

দণ্ডী বলেছেন—

"ইদমন্ধন্তমঃ কৃৎস্নং জায়তে ভুবনত্রয়ম্।
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে।।"[৩]

"A language is a system of arbitrary vocal Symbols by means of which a social group tom Cooperates, outline of linguistic Analysis."[৪]

ভাষা হচ্ছে মানুষের এমন এক অনন্য সুলভ বৈশিষ্ট্য যা অন্য প্রাণী থেকে মানুষকে স্বতন্ত্র দান করেছে। এবং তার স্বাতন্ত্র্যের এই অভিজ্ঞানটি সে পৃথিবীতে তার আবির্ভাবের পরে ক্রমবিকাশের ধারায় অর্জন করেছে। এই অনন্য সুলভ সম্পত্তিটি শুধু তারই আছে, কারণ শুধু তারই প্রয়োজন আছে এই সম্পদের। তার কয়েকটি কারণ অবশ্য আমরা যদি তলিয়ে দেখি তবে ধরতে পারবো এর মূল আছে আবার অন্য একটি আরো গভীরতর মানব বৈশিষ্ট্য যেটি অন্য প্রাণীর নেই। সেটি হচ্ছে মানুষের মন এবং মনের ক্রিয়াজাত তার চিন্তারাজি। বিবর্তনের ধারায় জড়ের পরে প্রাণের বিকাশ হওয়ায় বৃক্ষলতা-পশুপক্ষীর আবির্ভাব। এরও পরের ধাপে মনের বিকাশের ফলে মানুষের আবির্ভাব। আর এই মন আছে বলেই মানুষ চিন্তা সম্পদের অধিকারী, সে ভাবসম্পদের জন্মদাতা। নিজের ভাব ও চিন্তার সম্পদকে অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে চায় বলেই তার প্রয়োজন হয় উন্নততর প্রকাশ মাধ্যম ভাষা।

ভাষার প্রয়োজনীয়তা : বস্তুত উন্নততর ভাব ও চিন্তাকে প্রকাশের জন্যই মানুষের ভাষার প্রয়োজন। এই জন্যে চিন্তা ও ভাষার মধ্যে রয়েছে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। চিন্তার সঙ্গে, মানুষের মনের সঙ্গে, তার আত্মার ভাষার এই অপরিহার্য সম্পর্ক আছে বলেই জার্মান মনীষী হুম্‌বোল্ট আরো গভীরে গিয়ে বলেছেন মানুষের ভাষায় হলো তার আত্মা, আর তার আত্মা হলো তার ভাষা—

"Ihre sprache its ihr Geist
Und ihr Geist ihre spache."[৫]

উক্তিটিতে কবিসুলভ উচ্ছ্বাস আছে স্বীকার করি, কিন্তু অস্বীকার করতে পারি না যে, মনীষীর মূল অনুভূতিটি নির্ভুল— ভাষার সঙ্গে মানুষের মনের তার আত্মার যোগ অবিচ্ছেদ্য। অর্থাৎ ভাষার উৎস তার মনে; মনের চিন্তারাজির প্রকাশের তাগিদেই ভাষার জন্ম। ভাষা হচ্ছে মানুষের চিন্তার ধ্বনি মাধ্যম প্রকাশ। চিন্তা ও ভাষার মধ্যে মূলীভূত যোগসূত্রটি স্বীকার করে ভাষার স্বতন্ত্র রূপটি প্রতীচ্যের আদি আচার্য প্লাতো সুন্দর করে একটি কবিতার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন— "চিন্তা ও ভাষা মূলত একই; পার্থক্য শুধু এইটুকু যে চিন্তা হলো আত্মার নিজের সঙ্গে নিজের নীরব কথোপকথন। আর যে প্রবাহটি আমাদের চিন্তা থেকে ধ্বনির আশ্রয়ে ওষ্ঠের মধ্য দিয়ে বয়ে আসে তাই হলো ভাষা।"[৬]

আধুনিকতম ভাষাবিজ্ঞানী চম্‌স্কি মনে করেন, মানুষের ভাষার প্রকাশ রূপের আছে যে অর্থ-সম্পদ, তার বাহ্য গঠনের (Surface Structure) তলে রয়েছে যে গভীরতম গঠন (Deep Structure), এবং বাহ্য ব্যবহারের অন্তরে নিহিত আছে ভাবকেন্দ্র স্বরূপ যে মন, তাকে আবিষ্কার করাই ভাষা-জিজ্ঞাসার আসল লক্ষ।

"…in the technical sense, linguistic theory is mentalistic since. since it is concerned with discovering a mental reality underling actual beharion."[৭]

বাক্যমূল :

''কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো এই ভাষা গঠন হবে কি হবে? দুটি শব্দ পাশাপাশি বসলেই তো আর ভাষা হয় না। অসম্পূর্ণ শব্দ নিয়ে বাক্য গঠন হয় আর বাক্য নিয়ে ভাষা গঠিত হয়। শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক নিত্য। পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষার বাক্যকে মহত্ত্বপূর্ণের একক বলে স্বীকার করেছেন।''[৮] Sentence is a significant unit. ভাষার সমস্ত বিচার বাক্য নিয়ে হয়। বাক্য হলো ভাষার সার্থক অবয়ব। এই মতো চতুর্থ শতকে ভর্তৃহরি দ্বারা ঘোষিত হয়েছে—

''পদে ন বর্ণা বিদ্যন্তে বর্ণেষ্ববয়বা ন চ।
বাক্যাৎপদানামত্যন্তং প্রবিবেকো ন কাশ্চন।''[৯]
''যথা পদে বিভজ্যন্তে প্রকৃতি প্রত্যয়াদয়ঃ।
অপোদ্ধারস্তমা বাক্যে পদানামুপবন্যতে।।''[১০]

ভাষাবিশ্লেষণমূলক ব্যাকরণ :

''যে বিদ্যার দ্বারা কোনো ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপটি আলোচিত হয়। এবং সেই ভাষার পঠনে ও লিখনে এবং তাহাতে কথোপকথনে শুদ্ধরূপে তাহার প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে সেই ভাষার ব্যাকরণ বলে।''[১১]

''… grammarians have absolutely no authority to prescribe what is right' or wrong but can merely state what is the actual Usage, and they are good one bad grammarian as they report truthfully on this point.''[১২]

''বুৎপত্তি বিচারে 'ব্যাকরণ' (বি+আ+√কৃ+অনট্=ব্যাকরণ) কথাটির অর্থ ব্যাকৃত করা অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট করা— ভাষার গঠনের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করা।''[১৩] ''অর্থেই শব্দটির প্রথম প্রয়োগ পাওয়া যায় কৃষ্ণযজুর্বেদে।''[১৪] ''ভাষার শুদ্ধতা প্রদান করে ব্যাকরণ। মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম।''[১৫] ''ব্যাকরণের মাধ্যমেই আমরা সাধু শব্দ অর্থাৎ সাধু ভাষা প্রয়োগ করতে পারি ভাষার শুদ্ধরূপ লাভ করতে পারি। পতঞ্জলি বলেছেন—

''দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাথদ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোহপরাধাত্।।
দুষ্টাঞ্ছা মা প্রযুক্ষ্মহত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।''[১৬]

পদ :

'' 'নাপদং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত' (নাপদম=ন+অপদম) —শাস্ত্রে (সংস্কৃত ভাষায়) অপদ (যাহা পদ নহে তাহা) প্রয়োগ করিতে নাই। পদ কাহাকে বলে? সুপ্তিঙন্তংপদম্''[১৭] সুপ্ যুক্ত শব্দ ও তিঙ্যুক্ত ধাতুর নাম পদ। সু প্রভৃতি একুশটি শব্দ - বিভক্তির নাম সুপ্; আর তি প্রভৃতি একশত আশিটি ধাতু - বিভক্তির নাম তিঙ্। এই সুপ ও তিঙ যুক্ত হইলে অর্থাৎ শব্দ বা ধাতুর অন্তে কোনো বিভক্তি যোগ করলে যা উৎপন্ন হয় তাহার নাম পদ। যেমন 'রাজন্' একটি শব্দ এতে দ্বিতীয়ার একবচনের বিভক্তি যোগ করলে 'রাজানম্' ষষ্ঠীর বহুবচনে বিভক্তি যোগ করলে 'রাজ্ঞাম' হয়; 'দৃশ' একটি ধাতু ইহাতে লটতি যোগ করলে 'পক্ষতি' হয়। সংস্কৃতে কিছু লিখিবার সময় এইরূপ পদই প্রয়োগ করতে হয়। শুধু 'বিদ্বস্', 'শ্বন' কি 'স্থা', 'গম্' এইরূপ লেখা চলে না। যে কোনো বিভক্তি যোগ করে লিখতে হয়। ব্যাকরণের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে এই পদ ভাগটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আট প্রকার পদের মধ্যে অন্যতম হলো এই সর্বনাম পদ। ''সর্বনাম স্থানম''[১৮] শি সর্বনামস্থানম্ জস্ শস্ স্থানে শি আদেশ করে সর্বনাম স্থান সংজ্ঞা হয়।

সর্বনাম : বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম পদ বলে। আদিতি বাংলা বা রাজবংশী ব্যাকরণে সর্বনাম পদের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছিল সংস্কৃত তথা পাণিনির ব্যাকরণ অনুসারে। রাজবংশী ও সংস্কৃত সর্বনামগুলির সঙ্গে ইংরেজি সর্বনামগুলির কিছুটা সাদৃশ্য আছে। এখানে প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ এবং তৃতীয় পুরুষের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা শব্দ ব্যবহার হয়। এই রীতি একবচন ও বহুবচন; এই দুইয়ের ক্ষেত্রেও শব্দগুলির ইংরেজি প্রতিরূপগুলিত মতো লিঙ্গভেদের পার্থক্য হয় না। অর্থাৎ সে (পুং) বা সে (স্ত্রী) এই দুই ক্ষেত্রে একই সর্বনাম ব্যবহার হয়। কিন্তু নৈকট্যের জন্য তৃতীয় পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার বিভিন্ন হয়।

সর্বনাম পদ কেবল পদের পরিবর্তে বসেনা, বাক্য বা বাক্যাংশের পরিবর্তেও বসে। যেমন 'রাজা, ওই বালক সুকুমার নহে ইহা অবগত হইয়া তাপসীকে জিজ্ঞাসিলেন।' ওই বালক সুকুমার নহে এই বাক্যাংশের পরিবর্তে উপরিউক্ত বাক্যটিতে 'ইহা' সর্বনাম পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সর্বনাম পদ একই শব্দের বারংবার ব্যবহারের একঘেয়েমি দূর করে ভাষাকে শ্রুতিমধুর ও প্রাণবন্ত করে তোলে। এই প্রবন্ধে সংস্কৃত ও রাজবংশী ভাষার সর্বনাম পদ আলোচনা করা হবে।

সর্বনাম পদের প্রকারভেদ : সংস্কৃত সর্বনাম পদ থেকে বহু বাংলা তথা রাজবংশী সর্বনাম পদের উৎপত্তি হয়েছে। এ সকল সর্বনাম পদের উৎপত্তিগত উৎসের উপর ভিত্তি করে সর্বনাম পদকে বেশ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা— ব্যক্তিবাচক সর্বনাম পদ, সম্বন্ধবাচক সর্বনাম পদ, আত্মবাচক সর্বনাম পদ, সমষ্টিবাচক সর্বনাম পদ, প্রশ্নবোধক সর্বনাম পদ এবং নির্দেশক সর্বনাম পদ। এই সকল সর্বনাম পদের দৃষ্টান্তগুলোর অধিকাংশই উদ্ভব সংস্কৃত সর্বনাম থেকে। ব্যবহারের ক্ষেত্রে এদের সম্প্রসার্থক ও তুচ্ছার্থক রূপ লক্ষণীয়।

সর্বনামের প্রকার	**সংস্কৃত সর্বনাম**	**রাজবংশী সর্বনাম**	**সম্ভ্রমার্থক সম্বোধন**	**তুছার্থক সম্বোধন**
ব্যক্তিবাচক	তদ সুস্মদ্ অস্মদ্	উনায় উন্নাক তাক তোমার	উনায় উন্নাক তোমরা গুলা	তুই মুই
সম্বন্ধবাচক	মদ্	যি (যেনা; যেগুলা	যেলা	যেগুলা
আত্মবাচক	আত্মন্	নিজ নিজে	নিজ নিজে	নিজ
সমষ্টিবাচক	সর্ব	সর্বগুণা সর্বগিলা	সৌগ	সৌগগুলা

সংস্কৃত ভাষার ক্ষেত্রে বচনের ব্যবহার তিন রকমের— একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন; কিন্তু রাজবংশী ভাষার ক্ষেত্রে বচন দুই প্রকার— একবচন ও বহুবচন।

সর্বনাম শব্দগুলোর রূপ : সম্বন্ধপদ আর বিভিন্ন কারকে শব্দ বিভক্তির আর সেগুলির পেছনে যোগ হলে সর্বনামগুলির কেমন রূপ পরিবর্তন হয় তার একটি দৃষ্টান্ত নিচে তুলে ধরা হলো—

মুই রাজবংশী সর্বনাম

	একবচন	**বহুবচন**
কর্তৃ কারক	মুই	আমরাই (য)
কর্ম কারক	মোক	আমাক
করণ কারক	মোর দ্বারা	আমার দ্বারা
	মোক দিয়া	আমাক দিয়া
নিমিত্ত কারক	মোর জৈন্য/বাদ্যে/গানে	আমার জৈন্যে/বাদে/গোনে
	মো-কলাগি/লাগিয়া	আমাক লাগি/লাগিয়া
অপাদান কারক	মোর-থাকি/থাকিয়া/ ঠে	আমার জৈন্যে/বাদ্যে/গোনে
অধিকরণ কারক	মোর টে/ঠে	আমা টে/ঠে
সম্বন্ধ পদ	মোর টে/ঠে	আমার-র আম্রাগুলার

অস্মদ্ সংস্কৃত সর্বনাম

	একবচন	**দ্বিবচন**	**বহুবচন**
প্রথমা	অহম্	আবাস্	বয়ম
দ্বিতীয়া	মাম্, মা	আবামনৌ	অস্মান্ নং
তৃতীয়া	ময়া	আবাভ্যাম্	অস্মাভিঃ
চতুর্থী	মহ্যম, মে	আবভ্যোম্ নৌ	অস্মভ্যম্ নঃ
পঞ্চমী	মৎ	আবাভ্যাম	অস্মৎ
ষষ্ঠী	মম্, মে	আবয়োঃ নৌ	অস্মাকম্ নঃ
সপ্তমী	ময়ি	অবয়োঃ	অস্মাসু

রাজবংশী ভাষার সর্বনামের কিছু আলোচনা : ''রাজবংশী ভাষায় সর্বনামকে আটটি ভাগে ভাগ করা যায়।''[১৯] বিশেষ্য শব্দের সাথে কোনো ক্ষেত্রে সাদৃশ্য দেখা দিলেও কতোগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যযুক্ত শব্দকে সর্বনাম বলা যায়; বিশেষ্য শব্দগুলির যদি রূপ প্রত্যয় করে। করা হয় এরা কেবল বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করে। এই প্রত্যয়গুলি হলো, যেগুলা, যেগুলান, উম্নাগুলা, উম্নাগুলান তোম্নাগুলা, তোম্নাগুলান ইত্যাদি।

বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হওয়া নির্দিষ্টতাবাচক প্রত্যয়গুলি স টা, ঘোনা, ঝন বা, জন প্রত্যয়গুলি সর্বনাম শব্দের সঙ্গেও যুক্ত হয়। যথা— যেটা, এটা, ওটা, এইটা, সেইটা, কোনটা, কোনোটা ইত্যাদি। এগুলির সঙ্গে ঘোনা, ঝন, জন আদিও যোগ হয়। নির্দিষ্টবাচক প্রত্যয় টা, ঘোনা, জন, জনা, মোগ করে পুরুষবাচক বা স্ত্রীবাচক বোঝায়। যেমন, মোটা মানুষি, যেখোনা মাঞ যেজন, যেজনা, কোনো সময় ক্লীবলিঙ্গ বোঝায়। যথা— যেখোনা বাঁশ কোমলা ইত্যাদি।

কতগুলি শব্দ পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ই বোঝায়। যথা— মুই, তুই, তোমরা, উম্রা, উনায়, ইনায়, ইম্না, যে, কোন, কোনো, কোনোবা, কায়রা কায়ঁও ইত্যাদি। এইটা, সেইটা, এটা আদি সর্বনামগুলি উভয়লিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ ব্যবহার হয়। যেমন— এইটা বেটি ছোওয়া ভাল না হয়, সেইটা মানষি ভাল না হয়। এইটা মাত্রাতলমু। অপ্রাণিবাচক শব্দগুলি ক্লীবলিঙ্গ বলা হয়।

সর্বনাম শব্দগুলোর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য :

ক. কতোগুলো সর্বনাম শব্দের একবচন ও বহুবচন স্বতন্ত্র। যেমন— মুই, কিন্তুক, আমরা, আমরালা, আমরাগুলা ইত্যাদি।

খ. কতোগুলো সর্বনামের বিভিন্ন পুরুষের বিভিন্ন রূপ আছে। এমন সর্বনামগুলির তিনটি পুরুষ— প্রথমা, দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। যে বলে সে প্রথম পুরুষ। মুই প্রথম পুরুষ। যাকে বলা হয় তা দ্বিতীয় পুরুষ। তুই, তোমরা দ্বিতীয় পুরুষ সর্বনাম। বাকি উনায়, উন্না, উনায় ইত্যাদি তৃতীয় পুরুষ সর্বনাম।

গ. দ্বিতীয়া আর তৃতীয়া পুরুষের সর্বনামগুলি তুচ্ছ, মান্য আর ক্লীব হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সেগুলি হলো— তুই (তুচ্ছ); তোন্না (তুচ্ছ, মান্য); উনায় (তুচ্ছ-মান্য); উন্না (তুচ্ছ-মান্য)।

সংস্কৃত ভাষার সর্বনাম পদের আলোচনা : ''রূপের বৈলক্ষণ্য অনুসারে সর্বনাম শব্দকে পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত।''[২০] যথা— সর্ব্বাদি, অন্যাদি, পূর্ব্বাদি, মদাদি ও ইদমাদি। সর্ব্বাদি— সর্ব্ব, বিশ্ব, উভ, উভয়, এক, একতব দ্বি, নেম (half) সম, সিম (all) ত্ব, ত্বৎ (other) সর্ব্বনাম মোট তেত্রিশটি। সর্ব্ব, বিশ্ব, উভ, উভয়, অন্য, অন্যতর, ইতর, ত্বৎ, ত্ব, নেম, সম, সিম, পূর্ব্ব, সর, অবর দক্ষিণ, উত্তর, অধর, স্ব, অন্তর্। ত্যদ, তদ, যদ, এতদ, ইদম্, অদস্, এক, দ্বি যুষ্মদ, অস্মদ, ভবৎ ও কিম। ইহা ছাড়াও ভরত ও ৫তম প্রত্যয়ান্ত শব্দ সর্ব্বনাম। কিম্ যদ্ তদ্ ও এক শব্দের উত্তর ৬তর ও ৬তম প্রত্যয় করিলে আটটি পদ পাওয়া যাবে— কতর, কতম, যতর, যতম, ততর, ততম, একতর, একতম। তাই মোট ৪১ টি সর্ব্বনাম শব্দ আছে। ইহার মধ্যে উভ ও দ্বি শব্দ, নিত্য-দ্বিবচনানন্ত বলে ইহাদের সর্ব্বনামের কোনো চিহ্ন শব্দরূপ নেই। নেম শব্দে শুধু পুংলিঙ্গ প্রথমার বহুবচনেই নেমে নেমাঃ এই দুই পদ হয়। অন্যত্র সর্ব্ব শব্দের মতো। ভবৎ (আপনি) শব্দেরও রূপে সর্ব্বনামের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। ত্বৎ ও ত্ব কার্যতঃ একই (ত্ব-শব্দ) নাম বোঝালে বা সমাসে গৌণ হয়ে গেল সর্ব্বনাম শব্দগুলি আর সর্বনাম থাকে না। (সংজ্ঞোপসর্জনী ভৃতাস্তু ন সর্ব্বাদয়ঃ) সর্ব্ব ও বিশ্ব শব্দ, সকল এই অর্থ বুঝাইলে সর্ব্বনাম হয়, নতুবা তাহাদের রূপ সামান্য অ-কারান্ত শব্দের তুল্য। বিশেষ্য হইলে সর্ব্ব শব্দের অর্থ শিব এবং বিশ্ব শব্দের অর্থ জগৎ হয়।

উভ শব্দ দ্বিবচান্ত; কিন্তু 'উৎস' শব্দে একবচন ও বহুবচন হয় উভৌ বালকৌ; উভয়ৌ মুনিঃ, উভয়ে দেবমনুষ্যাঃ।

এক শব্দ, সংজ্ঞার্থে একবচনান্ত, কিন্তু কেহ কেহ ইত্যাদি অর্থে সকল বচনেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তখনো ইহা সর্ব্বনাম, অন্যাদি - অন্য, অন্যতর, ইতর, কতর, যতর, কতম, মতম, ততর, ততম, একতম। পূর্ব্বাদি - পূর্ব্ব, পর, অপর, অবর, অধর, দক্ষিণ, উত্তর, অন্তর, স্ব। যদাদি - যদ্, তদ্ এতদ্, ত্যদ্, কিম্, ইদমাদি-ইদম, অদস, যুস্মদ, অস্মদ্, ভবৎ, সর্ব্বাদি, অন্যাদি, পূর্ব্বাদি, অ-কারান্ত সর্ব্বনাম শব্দ সামান্য অ-কারান্ত শব্দের তুল্য, কেবল প্রথমা ও ষষ্ঠীর বহুবচনে এবং চতুর্থী, পঞ্চমী, সপ্তমী একবচন রূপের বৈলক্ষণ্য আছে।

রাজবংশী পুরুষবাচক সর্বনাম

	একবচন	**বহুবচন**
প্রথম পুরুষ	মুই	আমরা, আমরালা
		আমরাগুলা, আমরাগিলা
দ্বিতীয় পুরুষ	তুই	তোমার, তোমরা লা
	তোমরা	তোমরাগুলা, তোমরাগিলা

তৃতীয় পুরুষ	উআয় (তুচ্চ)	উমরা, উমরালা,
	উমরা (মান্য)	উমরাগুলা, উমরাগুলি

অস্মদ – তিন লিঙ্গেই সমান

	একবচন	**দ্বিবচন**	**বহুবচন**
প্রথমা	অহম	আবাম্	বয়ম
দ্বিতীয়া	মাম, মা	আবাম নৌ	অস্মান নঃ
তৃতীয়া	ময়া	আবাভ্যাম	অস্মাভিঃ
চতুর্থী	মহ্যম মে	আবাভ্যাম	অস্মভ্যম্ নঃ
পঞ্চমী	মৎ	আবাভ্যাম	অস্মৎ
ষষ্ঠী	মমমে	অবয়োঃ নৌ	অস্মাকম নঃ
সপ্তমী	ময়ি	অবয়োঃ নৌ	অস্মাসু

সংস্কৃত রাজবংশী সর্বনামের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য :

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন রাজবংশী ভাষার সর্বনামগুলি বেশিরভাগই সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত। রাজবংশী ভাষায় লিঙ্গের বিভিন্নতা দেখা যায় না একই সর্বনাম তিনটি লিঙ্গেই ব্যবহৃত হতে পারে যেমন 'মুই'-এর ব্যবহার তিনটি লিঙ্গেই দেখা যায়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার মতো পুরুষভেদে পার্থক্য দেখা যায় রাজবংশী ভাষার দৃষ্টান্ত—

	একবচন	**বহুবচন**
প্রথম পুরুষ	মুই	আমরা, আমরালা
দ্বিতীয় পুরুষ	তুই	তোমর তোমতালা
		তোমাগিলা
তৃতীয় পুরুষ	উআয়	উমরা; উমরালা
		উমরা উমরাগুলা

সংস্কৃত ভাষা

	একবচন	**দ্বিবচন**	**বহবচন**
উত্তম পুরুষ	অহম	আবাম্	বয়ম্
মধ্যম পুরুষ	ত্বম্	যুবাম	যূয়ম
প্রথম পুরুষ	স	তৌ	তে

নিজ বা আত্মবোধক সর্বনামের ক্ষেত্রে রাজবংশী সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার প্রায়ই সমান। কিন্তু লিঙ্গভেদের প্রার্থক্য বর্তমান। সংস্কৃত 'আত্মন' শব্দ ব্যবহার হয়, আর রাজবংশীতে নিজ, নিজে ব্যবহার হয়।

সমষ্টিবাচক সর্বনাম শব্দের ব্যবহার প্রায়ই সমান সংস্কৃত ও 'সর্ব' ব্যবহার যার দ্বারা সকল বোঝায়, রাজবংশীতেও সর্ব শব্দ সকল বোঝাতে ব্যবহার হয়। কিন্তু সংস্কৃত সর্ব শব্দের তিন লিঙ্গই বর্তমান।

রাজবংশী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই 'এক' সংখ্যাবাচক সর্বনাম হিসেবে ব্যবহার হয়।

উপসংহার : উপরিক্ত আলোচনাকে ভিত্তি করে বলা যায়, রাজবংশী ও সংস্কৃত সর্বনামগুলির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বর্তমান থাকলেও সাদৃশ্যই বেশি পরিলক্ষিত হয়। ভাষার ব্যবহারে পার্থক্য বর্তমান রয়েছে কেবল। বেশিরভাগ রাজবংশী সর্বনাম সংস্কৃত ভাষা থেকেই উদ্ভূত এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সর্বনামের

ভাষার বৈশিষ্ট্য সাধন করে আর ভাষাকে আরো শ্রুতিমধুর করে তোলে। সংস্কৃত ভাষার সর্বনামের ক্ষেত্রে সংখ্যা নির্দিষ্টভাবে বলা গেলেও রাজবংশী ভাষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ভাবে বলা যায় না।

তথ্যসূত্র :

(১) Hockett, Charles F. (1968). *'A course in modern linguistics'*. The Macmillan Co. New York. p-569.

(২) ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ (সম্পা.)। (২০০৭)। *'বাক্যপদীয়'* (ব্রহ্মকাণ্ড)। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। কলকাতা। পৃ. ১২৫।

(৩) চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময়ী (সম্পা.)। (১৯৯৬)। *'কাব্যাদর্শঃ'*। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। কলকাতা। শ্লোক ১-৪।

(৪) Bloch, Bernard; Trager, George L. (1948). *'Outline of Linguistic Analysis'*. Linguistic Society of America. p-5.

(৫) Humboldt, Wilhelm von. (1999). *'Uber die verschiedenheit des mens chlichen Sprachbaues'*. Daumstadt. p-91.

(৬) Thought (dianonia) is the same as language, with this exception that thought is the conversation of the Soul with herself which takes place without voices, While the stream which, accompanied by sound, flows from thought the lips, is called language (logos)'' — Plato - Dialogues (sophist).

(৭) Chomsky, Noam. (1976). Aspects of the Theory of Syntax Cambridge Massachusetts : The M. IT Press, p. 4.

(৮) Traditionally the longest structure within which a tull, grammatical analysis in is possible has been taken as the 'sentence' on potentially complete, utterance. General linguistics: An Introductory survey R. H. Robins. p-190.

(৯) ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ (সম্পা.)। (২০০৭)। *'বাক্যপদীয়'* (ব্রহ্মকাণ্ড)। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। কলকাতা। পৃ. ১-৭৩।

(১০) শর্মা, রঘুনাথ (সম্পা.)। (১৯৮০)। *'বাক্যপদীয়ম্'* (বাক্যকাণ্ড)। সম্পূর্ণানন্দ-সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়। বারাণসী। পৃ. ১০।

(১১) চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। (১৯৯২)। *'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'*। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা। পৃ. ১০।

(১২) Wyld, Henry Cecil. (1907). *'The Mother Tongue'*. London. p. 3.

(১৩) cf. Vyā karana.n. separation distinction M. Bh explanation, detailed description ib…'' monier Williams: A Sanskrit - English Dictionary Delhi Motilal Banarasidass, 1970, p. 1035.

(১৪) Sastry, A. Mahadeva; Charya, Rang Acharya K. (1897). *'Krishna Yajur-Veda'*. Government Oriental Library. Mysore. P-7.

(১৫) বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার (সম্পা.)। (২০০৮)। *'পাণিনীয়শিক্ষা'*। সদেশ। কলকাতা। শ্লোক-৪২, পৃ. ১৬।

(১৬) কর, গঙ্গাধর (সম্পা.)। (২০১৫)। *'মহাভাষ্য'* (পস্পশাহ্নিক)। সংস্কৃত বুক ডিপো। কলকাতা পৃ. ৩২।
(১৭) Vasu, Srisa Chandra. (1898). *'The Ashtádhyáyi of Paniṇi'*. Panini Office. সূত্র: 1-4-14.
(১৮) তদেব, সূত্র: ১-১-৪২।
(১৯) ভট্টাচার্য, সুভাষ (সম্পা.)। (২০০০)। *'বাঙালির ভাষা'*। আনন্দন্দ পাবলিশার্স। কলকাতা। পৃ. ১৬১।
(২০) দেব, আশুতোষ (সম্পা.)। (২০০০)। *'সমগ্র ব্যাকরণ-কৌমুদী'*। দেব সাহিত্য কুটীর প্রা: লি:। কলকাতা। পৃ. ১৩৯।